ভারতীয় আগ্রাসন ও সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে জবিতে বিক্ষোভ

জবি প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ০৭:১৫
পিএম

10
Shares

ভারতীয় আগ্রাসন ও সীমান্ত হত্যার প্রতিবাদে জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: যুগান্তর

আরও পড়ুন

বন্যায় ২৭৯৯ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত

৮ লাখ টাক বাকি খেয়ে উধাও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা

এনসিটিবির বিতর্কিত আরও ৭ কর্মকর্তাকে অপসারণ

রাজধানীতে সড়ক অবরোধ

করেছেন শিক্ষার্থীরা

আমের মিষ্টতা শনাক্তে প্রযুক্তি উদ্ভাবন

সীমান্তে হত্যা বন্ধ ও ভারতের সঙ্গে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার দুপুর ১টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ফোরামের ব্যানারে এ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, সীমান্তে হওয়া প্রত্যেকটি হত্যার বিচার করতে হবে। হত্যার শিকার প্রত্যেকের তালিকা করে তাদের পরিবারকে যেভাবে হোক সাহায্য করতে হবে। ভারতের সঙ্গে প্রত্যেকটি চুক্তি হবে সমভাবে। কোনো তাঁবেদারি বা দালালি

থাকবে না। আমরা তাদের থেকে ন্যায্য বিদেশনীতি চাই। সাধারণ ভারতীয়দের সঙ্গে আমাদের কোনো বৈরিতা নেই। ভারতের নাগরিকদের ঠিক করতে হবে তারা কেমন বিদেশনীতি চায়।

ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী ফয়সাল মুরাদ বলেন, ‘ভারত আমাদের দেশে জালেম সরকার ক্ষমতায় বসিয়ে আমাদের সঙ্গে অসম চুক্তি করেছে। আমাদের গুজবের মধ্যে রেখে ভারত শুধু শোষণ করেছে। সীমান্তে শুধু দুইটা না হাজার হাজার মানুষ মারছে। যার নিউজ হতে দেয়নি, প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি আমাদের সরকার।’

তিনি আরও বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের জন্য একটা ভালনারেবল জায়গা। সেই জায়গা দিয়ে বিএসএফ রাস্তা নির্মাণ করছে। ভারতকে এরকম জায়গায় সুযোগ দেওয়া উচিত না। এই চুক্তিও বাতিল করতে হবে। তিস্তার ওপর তিনটা ড্যাম দিয়েছে,

আমাদের পানি দেয় না যা আমাদের ন্যায্য হিস্যা। প্রত্যেক নদীর পানি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আমাদের দিতে হবে। ভারতের সঙ্গে হওয়া সব অসম চুক্তির পুনঃনিরীক্ষণ করে কোনগুলো রাখতে হবে তা ঠিক করতে হবে।’

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ইয়াসিন পিয়াস বলেন, ‘মোদি সরকার আমাদের বার বার মারার চেষ্টা করছে। পানি দিয়ে, পররাষ্ট্র নীতি দিয়ে, সীমান্ত হত্যার মাধ্যমে। আমাদেরকে বিভিন্ন আগ্রাসী চুক্তি করতে বাধ্য করিয়েছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার ভারতের সঙ্গে চাটুকারিতার সম্পর্ক রেখেছে। তাদের দালালির ভুক্তভোগী আমাদের জনগণ। বিএসএফের গুলিতে ১ হাজার ৫০০ জন হত্যার শিকার হয়েছে। প্রতি মাসে এক-দুইজন হত্যা তারা জায়েজ করে ফেলেছে। আমরা ভারতের সঙ্গে ন্যায্যতার পররাষ্ট্রনীতি চাই।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থী শাহিন আলম শান, বিএম তানজিল, ইভান তাহসীব, খাদিজাতুল কুবরা প্রমুখ।